জাতিসংঘ সংবাদ
DATELINE UN
A MonthLy News Bulletin from UNIC Dhaka

Water Year 2003

জানুয়ারি ২০০৩ January 2003

Volume-XV No. I ১৫শ বর্ষ ১ম সংখ্যা

আন্তর্জাতিক মিঠা পানি বর্ষ ২০০৩

বিশ্বে প্রাকৃতিক সম্পদ ও জীববৈচিত্র্য-সহায়ক ব্যবস্থাদির দ্রুত-হ্রাসমান প্রবণতার সাথে পাল্লা দিয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে সঙ্কট ও সজ্জাতের আশঙ্কা। জীবনের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও এই ধরিত্রীর সবচেয়ে মহার্ঘ পানি-সম্পদের বন্টন ও হিস্যা বিশ্বব্যাপী সমানুপাতিক নয়। দেশ ও জাতিভেদে এর হেরফের দেখা যায়। বিশ্বের ১৪৫টি দেশ ২৬৩টি অববাহিকার অংশীদার হলেও এগুলোর ৯৫ শতাংশ জলসম্পদ মাত্র ৩৩টি দেশের ভূসীমানার অন্তর্গত।

আশঙ্কা করা হচ্ছে, ২০৩২ সাল নাগাদ বিশ্বের অর্ধেক মানুষ গভীর পানি সঙ্কটে পতিত হবে। বর্তমানে সেনিটেশন সুবিধার অপ্রতুলতা ও বিশুদ্ধ পানির অভাবে বিশ্বে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৬০০০ শিশু-মৃত্যু ঘটে, যা লন্ডর নগরীর বার্ষিক মোট মৃতের সংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশের সমান। এই পানি সম্পদের সঠিক ব্যবহার ও ন্যায্য বণ্টন নিশ্চিত করা না গেলে বিশ্ব এক কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবে, যা পরিণামে ভয়াবহ যুদ্ধ-বিগ্রহের রূপ পরিগ্রহ করতে পারে। জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান বলেছেন, 'পান, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও খাদ্য নিরাপত্তার জন্য পানির সুযোগবঞ্চিত থাকার কারণে মানব পরিবারের একশ' কোটির বেশি সদস্য অপরিমেয় দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করছে। দেশসমূহের মধ্যে পানি ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা এবং তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার উৎসে পরিণত হতে পারে। বর্তমান প্রবণতা চলতে থাকলে এই পানির মাধ্যমেই সহযোগিতার ধারা শুরু হতে পারে। আন্তর্জাতিক মিঠা পানি বর্ষ কেবল সরকার নয় বরং বিশ্বের সুশীল সমাজ, সম্প্রদায়সমূহ, ব্যবসা খাত ও ব্যক্তিমানুষের প্রয়োজনীয় কর্মোদ্যোগ গ্রহণে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।' এই প্রসঙ্গে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই বর্ষ ঘোষণার গুরুত্ব অপরিসীম। খাওয়া-দাওয়া, পয়ঃপ্রণালি, কৃষি সেচ থেকে শুরু করে জাতীয় জীবনের সর্বত্র পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টি আজ জাতীয়ভাবে আলোচিত ও বিবেচিত হচ্ছে। পানিতে আর্সেনিকের দূষণ সমস্যার সাথে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। নদীভরাট, ভাঙন, বন্যা, জলোচ্ছ্বাসও টর্নেডোর মতো বিশাল মাত্রার সমস্যার প্রেক্ষিতে জাতিসংঘ ঘোষিত মিঠা পানি বর্ষের গুরুত্ব অসীম।

পানি : একটি জীবন-মৃত্যুর ব্যাপার

একশ' কোটির বেশি লোক নির্মল পানির নিয়মিত সরবরাহের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। বিশ্ব জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের বেশি–২শ ৪০ কোটি লোকের উপযুক্ত স্যানিটেশন সুবিধা নেই। এর ফল বিপর্যয়কর :

- ২২ লাখের বেশি লোক, যাদের বেশির ভাগই উন্নয়নশীল দেশের, প্রতি বছর অপর্যাপ্ত পানি ও স্যানিটেশন সুবিধার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রোগ-ব্যাধিতে প্রাণ হারায়।
- প্রতিদিন ৬ হাজার শিশু এমন রোগে প্রাণ হারায় যেগুলো উন্নত পানি ও স্যানিটেশনের মাধ্যমে প্রতিরোধ করা যেতে পারে।
- ২৫ লাখের বেশি লোক এক ধরনের রোগ ভোগ করছে।

পানি ও স্যানিটেশনের সুযোগ মানুষের কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা এখন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে একটা অগ্রাধিকারে পরিণত হয়েছে। আশু ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনকে গুরুত্ব দেয়ার জন্য জাতিসংঘ ২০০৩ সালকে আন্তর্জাতিক মিঠা পানি বর্ষ ঘোষণা করেছে।

অপরিহার্য হওয়া সত্ত্বেও মিঠা পানির বিস্তরণ অসম : ভূপৃষ্ঠের শতকরা ৭০ ভাগ পানি হলেও এর শতকরা ৯৭.৫ ভাগ লোনা পানি। আর অবশিষ্ট শতকরা ২.৫ ভাগ মিঠা পানি। যার প্রায় তিন-চতুর্থাংশই হিমমুকুটে বরফ হয়ে আছে।

প্রায় ঘন অঞ্চলে প্রত্যেকের প্রয়োজন মেটানোর মতো এখনো পর্যাপ্ত পানি থাকলেও তার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার প্রয়োজন। আজকের বিশ্বে বেশির ভাগ পানির অপচয় হয় ব্যবহার হয় অদক্ষভাবে এবং অনেকক্ষেত্রেই সরবরাহের চেয়ে চাহিদা দ্রুত বাড়তে থাকায় প্রকৃতি থেকে তা পূরণ করা যেতে পারে। পানি সম্পদ নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা যেমন বিরোধের একটা উৎস হতে পারে, তেমনি পানির শরিকানা সহযোগিতারও একটা অনুঘটক হতে পারে বলে ইতিহাস থেকে দেখা যায়।

প্রধান প্রধান জ্ঞাতব্য

- প্রাপ্ত সমুদয় মিঠা পানির শতকরা প্রায়৭০ ভাগ ব্যবহৃত হয় কৃষিকাজে। তবু, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশে অদক্ষ সেচের কারণে এই পানির শতকরা ৬০ ভাগই বাষ্প হয়ে নষ্ট হয় বা নদী ও পুকুরের পানির স্তরে ফিরে যায়।
- ১৯৬০ সালের পর সেচের জন্য পানির প্রত্যাহার শতকরা ৬০ ভাগের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে।
- বর্তমানে বিশ্বের জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ এমন এলাকায় বাস করে, যা পানির জন্য মাঝারি থেকে উচ্চমাত্রার চাপে রয়েছে। ২০২৫ সাল নাগাদ বিশ্ব জনসংখ্যার প্রায় দু-তৃতীয়াংশ প্রায় ৫শ ৫০ কোটি লোক পানির জন্য এ ধরনের চাপের সম্মুখীন এলাকায় বসবাস করবে বলে ধারণা করা হয়েছে।
- বিশ্বে, বিশেষ করে উত্তর আফ্রিকা এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ এশিয়ার মতো পানি ঘাটতির সম্মুখীন এলাকা বেড়ে চলেছে।
- বিগত শতাব্দীতে পানির ব্যবহার ছয় গুণ বেড়েছে, যা জনসংখ্যা বৃদ্ধির চেয়ে দ্বিগুণ।
- চুয়ানো, অবৈধ পানি সংযোগ ও অপচয়ের ফলে যে পানি নষ্ট হয় তা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে পানের জন্য ব্যবহৃত পানির শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ।
- উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ পয়ঃ ও শতকরা ৭০ ভাগ শিল্পবর্জ্য কোনোরূপ শোধন ছাড়াই নিষ্কাশন করা হয়, যা অনেক ক্ষেত্রেই ব্যবহারযোগ্য পানিকে দূষিত করে।
- মিঠা পানির ইকোব্যবস্থার মারাত্মক মানাবনতি ঘটেছে : বিশ্বের প্রায় অর্ধেক জলাভূমি শেষ হয়ে গেছে এবং বিশ্বের মিঠা পানির যে ১০ হাজার প্রজাতি রয়েছে বলে জানা আছে তার শতকরা ২০ ভাগের বেশি এখন বিলুপ্ত।
- যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও ভারতের মতো এলাকাগুলোতে ভূপৃষ্ঠের ওপরিভাগের পানির শূন্যতা যে হারে পূরণ হচ্ছে তার চেয়ে দ্রুতগতিতে তা ব্যবহার হচ্ছে এবং ভূপৃষ্ঠের ওপরিভাগের পানির সারণি ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলের কলোরাডো নদী ও চীনের পীত নদীর মতো কোনো কোনো নদী সাগরে পড়ার আগেই শুকিয়ে যায়।
- অনেক পল্লী এলাকায় পানি আনার কাজ পড়ে নারী ও শিশুর ওপর, পরিবারের জন্য পানি আনার জন্যে যাদের প্রতিদিন কয়েক মাইল হাঁটতে হয়। স্যানিটেশন সুবিধার অভাবে নারী ও মেয়েদের দুর্ভোগও পোহাতে হয় সবচেয়ে বেশি।
- যে-কোনো একটি সময়ে বিশ্বের হাসপাতালগুলোর প্রায় অর্ধেক শয্যা জুড়ে থাকে পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত রোগীরা।
- ১৯৯০'র দশকে উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রায় ৮৩ কোটি ৫০ লাখ লোক নিরাপদ খাবার পানির সুযোগ লাভ করে এবং প্রায় ৭৮ কোটি ৪০ লাখ লোক স্যানিটেশন সুবিধা লাভ করে।

স্বাস্থের জন্য পানি একটি মানবাধিকার

"জীবন ও স্বাস্থ্যের জন্য পানি অপরিহার্য। মানবিক মর্যাদা নিয়ে সুস্থ জীবনযাপনের জন্য পানির মানবাধিকার অবিচ্ছেদ্য। অন্যান্য মানবাধিকার বাস্তবায়নে এটা একটি পূর্বশর্ত।" মানবাধিকার হিসেবে পানি সম্পর্কে একটি "সাধারণ মন্তব্যের ব্যাপারে ঐকমত্যে উপনীত হতে গিয়ে জাতিসংঘ অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অধিকার কমিটি উপর্যুক্ত কথাগুলোর মধ্য দিয়ে এই নজিরবিহীন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।" 'সাধারণ মন্তব্য' অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্রের বিধানসমূহের ব্যাখ্যা। চুক্তিপত্র অনুমোদনকারী ১৪৫টি দেশ এখন ন্যায়সঙ্গত ও কোনোরূপ বৈষম্য ছাড়া প্রত্যেকের জন্য নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত খাবার পানি এবং স্যানিটেশন সুবিধা ক্রমান্বয়ে নিশ্চিত করতে বাধ্য হবে। বিগত দশকে পানির সুযোগবঞ্চিত ১শ' ১০ কোটি মানুষের জন্য "উন্নত খাবার পানির" ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে অগ্রগতি ছিল মন্থর। উন্নত খাবার পানির অর্থ হলো পদব্রজে অর্ধ ঘণ্টার দূরত্বের মধ্যে কমপক্ষে একটি সুরক্ষিত কূপ বা ঝরনা। স্যানিটেশনের ক্ষেত্রেও অগ্রগতি মন্থর এবং ২শ' ৪০ কোটি লোকের এখন পর্যন্ত এ সুযোগ নেই, এমনকি, একটি পায়খানাও নয়।

দেশসমূহকে ব্যক্তির নিরাপদ খাবার পানি ও স্যানিটেশনের অধিকারের প্রতি 'শ্রদ্ধাশীল হতে হবে এবং তা রক্ষা ও পূরণ' করতে হবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংক্রান্ত মহাপরিচালক ড. গ্রো. হারলেম ব্রানডটল্যান্ড বলেছেন, পানি ও স্যানিটেশনের সুযোগবঞ্চিত লোকদের সংখ্যা ২০১৫ সালের মধ্যে অর্ধেকে নামিয়ে আনা সম্পর্কিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের প্রয়াসে একটি বড় ধরনের সংযোজন।

সাধারণ মন্তব্যে বলা হয়েছে যে, পানির মানবাধিকার অনুযায়ী প্রত্যেকে ব্যক্তিগত ও গৃহস্থালি ব্যবহারের জন্য পর্যাপ্ত, সহজলভ্য ও বাস্তব দিক থেকে সুযোগ সংবলিত নিরাপদ ও গ্রহণযোগ্য পানির প্রাধিকারী। এজন্য দেশসমূহকে জাতীয় কর্মকৌশল ও কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে, যার মধ্য দিয়ে "পানির অধিকার পুরোপুরি বাস্তবায়নে দ্রুত ও কার্যকরভাবে অগ্রসর হওয়া যাবে।" এসব কর্মকৌশলের ভিত্তি হতে হবে মানবাধিকার আইন ও নীতিমালা। যাতে পানির অধিকারের সকল কিছু এবং দেশসমূহের সঙ্গতিপূর্ণ বাধ্যবাধকতা, সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যের সংজ্ঞা, লক্ষ্য ও তা অর্জনের নির্ধারিত সময় এবং পর্যাপ্ত নীতি প্রণয়ন ও সঙ্গতিপূর্ণ সূচক অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

সাধারণ মন্তব্য গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তা পানির ন্যায়সম্মত সুযোগ নিশ্চিত করার জন্য সরকারসমূহকে জবাবদিহিতার মধ্যে রাখার লক্ষ্যে সুশীল সমাজকে একটা হাতিয়ারের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এটা একটা কাঠামোর ব্যবস্থাও করেছে, যা স্বাস্থ্য ও সমাজের জন্য প্রকৃত কল্যাণসাধনে কার্যকর নীতি ও কর্মকৌশল প্রতিষ্ঠায় সরকারগুলোকে সহায়তা করবে। এর মধ্য দিয়ে যে সুবিধা পাওয়া যাবে তার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো দরিদ্র ও ঝুঁকির মধ্যে থাকা লোকসহ অত্যন্ত

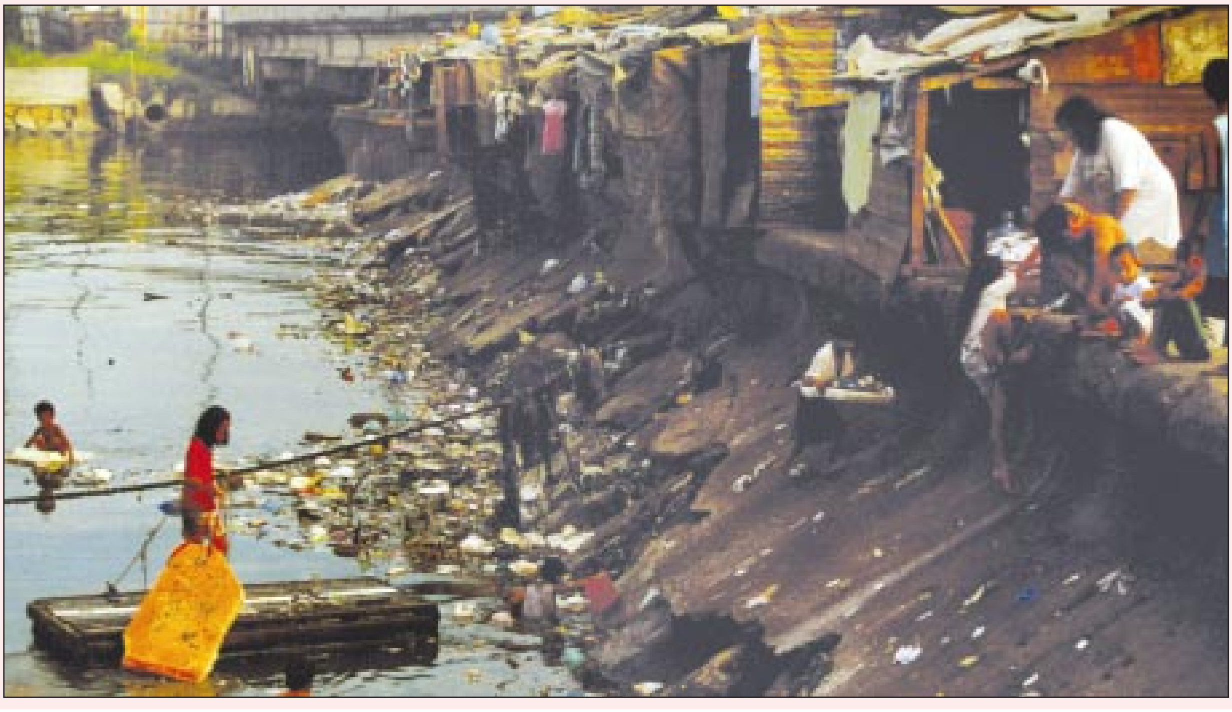

মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি মনোযোগ ও তাদের নিয়ে কার্যক্রমকে তুলে ধরা।

অপর্যাপ্ত পানি ও স্যানিটেশন ম্যালেরিয়া, কলেরা, আমাশয়, সিস্টোসোমিয়াসিস, সংক্রামক হেপাটাইটিস ও উদরাময়ের মতো ব্যাধির কারণ, যাতে প্রতি বছর ৩৪ লাখ লোকের প্রাণহানি ঘটছে। অপর্যাপ্ত পানি ও স্যানিটেশন দারিদ্র্য এবং ধনী-দরিদ্রের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বৈষম্যেরও একটা বড় কারণ। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে পরিবেশগত উপাদানের গুরুত্ব স্বীকার করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সম্প্রতি শিশুদের জন্য সুস্থ পরিবেশ উদ্যোগ চালু করে। শিশুরা যেসব প্রধান প্রধান পরিবেশগত ঝুঁকি উপাদানের সম্মুখীন তা মোকাবিলার জন্য সমাজভিত্তিক প্রচেষ্টায় সহায়তাদানের উদ্দেশ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এখন বেসরকারি সংস্থাগুলোকে নিয়ে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর একটা জোট গড়ে তুলছে।

ড. ব্রানডটল্যান্ড বলেছেন, ধারণা করা হয়েছে, বিশ্বের (সকল বয়সী লোকের) প্রায় এক-তৃতীয়াংশ রোগের জন্য পরিবেশগত ঝুঁকি উপাদানকে দায়ী করা যেতে পারে। এই রোগব্যাধির শতকরা ৪০ ভাগের বেশি প্রকোপ পড়ে অনূর্ধ্ব পাঁচ বছর বয়সী শিশুদের ওপর, যদিও তারা বিশ্ব জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ১০ ভাগ মাত্র। পানি এখন একটা মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় তা জোটের সকল সদস্যকে দেশ পর্যায়ে একটা সত্যিকার ভিন্নতা আনয়নে একটা কার্যকর উপায় হিসেবে কাজ করবে।"

সাধারণ মন্তব্য আরো বলা হয়েছে যে, স্বাস্থ্যের মতো পানিও অন্যান্য মানবাধিকার, বিশেষ করে পর্যাপ্ত খাদ্য ও পুষ্টি, বাসস্থান ও শিক্ষার অধিকার অর্জনে একটা অপরিহার্য উপাদান।

২০০৩ আন্তর্জাতিক মিঠা পানি বর্ষ

এই গ্রহের জন্য পানি সম্পদের সবচেয়ে গুরুত্বের স্বীকৃতি হিসেবে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ২০০৩ সালকে আন্তর্জাতিক মিঠাপানি বর্ষ ঘোষণা করেছে।

- ১শ ১০ কোটি লোক বা বিশ্ব জনসংখ্যার মোটামুটিভাবে এক-ষষ্ঠাংশের নিরাপদ পানির সুযোগ নেই এবং বিশ্বের ২শ' ৪০ কোটি বা শতকরা ৪০ ভাগ লোক পর্যাপ্ত স্যানিটেশন সেবা থেকে বঞ্চিত রয়েছে।
- ৬ হাজারের মতো শিশু অনিরাপদ পানি এবং নগণ্য স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি সংশ্লিষ্ট ব্যাধিতে প্রতিদিন মারা যাচ্ছে, যা প্রতিদিন ২০টি জাম্বো জেট বিধ্বস্তজনিত প্রাণহানির সমান।
- উন্নয়নশীল বিশ্বে শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ রোগের কারণ অনিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন।
- স্যানিটেশন সুবিধার অভাবে মহিলা ও মেয়েদের সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগ পোহাতে হয়।
- প্রাশ্চাত্যে টয়লেটে একবার ফ্লাশে যতোটা পানি ব্যবহৃত হয় উন্নয়নশীল বিশ্বে গড়পড়তা একজন লোক দিনব্যাপী প্রক্ষালন, পান, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও রান্নাবান্নায় ততোটা পানি ব্যবহার করে।
- বিগত শতাব্দীতে যে হারে জনসংখ্যা বেড়েছে তার দ্বিগুণ হারে বেড়েছে পানির ব্যবহার। মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর আফ্রিকা ও দক্ষিণ এশিয়ায় পানির ঘাটতি চিরকালের।
- উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বর্জ্য পানির শতকরা ৯০ ভাগই কোনোরূপ শোধন ছাড়া খালাস করা হয়।
- অনেক অঞ্চলে পান ও সেচের জন্য ভূগর্ভস্থ পানি অতিরিক্ত উত্তোলনের ফলে পানির স্তর বেশ কয়েক মিটার নিচে নেমে যাওয়ায় লোকে পানের জন্য নিম্নমানের পানি ব্যবহারে বাধ্য হচ্ছে।
- উন্নয়নশীল বিশ্বে চুয়ানো, অবৈধ সংযোগ ও অপচয়ের ফলে খাবার পানি শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ ও সেচের পানির শতকরা ৬০ ভাগ বিনষ্ট হয়।
- ১৯৯০র দশকে প্রাকৃতিক দুর্যোগে যতো লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তন্মধ্যে শতকরা ৭৫ ভাগের বেশি লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বন্যায় এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত মোট ক্ষয়ক্ষতির শতকরা ৩৩ ভাগের বেশি হয়েছে বন্যায়।

"কৃষি থেকে শিল্পোন্নয়ন এবং সমাজের বুকে পরিব্যাপ্ত সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ পর্যন্ত মানব সভ্যতার সকল কিছুকে যে একটি মাত্র প্রাকৃতিক সম্পদ স্পর্শ করে আছে সম্ভবত তা পানি।"

কোইচিরো মাতসুউরা
মহাপরিচালক, ইউনেস্কো

মিঠা পানি : কার্যক্রম

জীবনের জন্য পানি অপরিহার্য–পান, স্নান, রান্নাবান্না, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, খাদ্য উৎপাদন, ইঞ্জিন চালানো ও ইকোব্যবস্থাকে সহায়তা করার জন্য পানি অপরিহার্য। কিন্তু সবার জন্য সহজে পানি পাওয়ার সুযোগ নেই। বিশ্বের কিছু দরিদ্রতম লোককে পান বা এক বাটি সুপ খেতে হলে প্রত্যুষের আগে উঠে, কখনো কখনো মাইলের পর মাইল হেঁটে এক বালতি পানি আনতে হয়। একশ' কোটির বেশি লোক এই দুঃখকষ্টের মধ্যে রয়েছে। হাতের নাগালে পানির সুবিধা না থাকায় দরিদ্র, বিশেষ করে নারী ও মেয়েরা পানির সন্ধানে তাদের অনেক সময় ব্যয় করে। কোনো কোনো স্থানে পানির দুষ্প্রাপ্যতার সঙ্গে যোগ হয় দূষণ ও পরিবেশের অবনতির কারণে পানির মানের অবনতি। অপর্যাপ্ত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের কারণে পানিবাহিত রোগ-ব্যাধির প্রকোপ বেড়ে যায়, অর্থনৈতিক উন্নয়নের পছন্দ সীমিত হয়ে আসে এবং রাজনৈতিক ও নাগরিক অসন্তোষ দেখা দেয়। সংক্ষেপে পানি ছাড়া প্রবৃদ্ধি স্থবির হয়ে পড়ে।

স্থিতিশীল উন্নয়নে পানির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার স্বীকৃতি জোরালো এবং ক্রমান্বয়ে তা বেড়ে চলেছে। তবে সবগুলোই সমান জরুরি এমন চাহিদা পূরণের জন্য প্রয়োজন হবে সমন্বিত কার্যক্রম ও উল্লেখযোগ্য অর্থায়ন। চাহিদা পূরণে সাড়া দিতে গিয়ে বিশ্বের সরকার, আন্তর্জাতিক সংস্থা, স্থানীয় সমাজ, সুশীল সমাজ ও ব্যবসায়ীরা উদ্ভাবনীমূলক প্রকল্প নিয়ে কাজ করছে, যা প্রমাণ করছে যে এসব বাধা অতিক্রম করা সম্ভব। এসব প্রয়াস বাস্তবায়নে বাইরের সহায়তা ও স্থানীয় অংশগ্রহণের উপযুক্ত সমন্বয়ের মাধ্যমে অর্থায়ন ও বাস্তবজ্ঞানের উপায় খুঁজে পাওয়া অনেক সময়ই একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। নীতি-নির্দেশনা, কারিগরি পরামর্শ ও অর্জিত জ্ঞান শরিকানায় ফোরাম হিসেবে কাজ করা ছাড়াও এসব প্রকল্পের অনেকগুলোতেই জাতিসংঘ একটি গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী। নিচে কয়েকটি কার্যক্রমের বিবরণ দেয়া হলো :

চাষাবাদে সেচের একটি অধিকতর ভালো উপায়ের সন্ধানে : বাংলাদেশ থেকে জাম্বিয়া

বিশ্বের সর্বাধিক দরিদ্রতম জনঅধ্যুষিত এলাকাগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম এবং এই দেশটি সম্পদের মারাত্মক চাপে রয়েছে। ১৯৮০'র দশকে শুরুতে বাংলাদেশের কৃষকরা পারিবারিক ছোট ছোট সবজি বাগানে সেচের জন্য পানি ভর্তি ভারি বালতি টানার পরিবর্তে পাচালিত পাম্পের ব্যবহার শুরু করে, যা কূপ, অগভীর পানির স্তর বা ভূপৃষ্ঠ থেকে পানি টেনে আনার একটি সহজ অথচ উদ্ভাবনী কুশলসম্পন্ন যন্ত্র।

মিশরে জলাভূমি ব্যবস্থাপনা

মিশরে পৌর, শিল্প ও কৃষি উৎসের পলি ও দূষিত পদার্থ নীল নদের পানির মান নষ্ট করছে, যা লাখ লাখ মানুষের স্বাস্থ্য ও জীবিকা এবং ভূমধ্যসাগরীয় ইকোব্যবস্থার জন্য হুমকি সৃষ্টি করছে। লেক মানজালার জলাভূমি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প এমন এক স্বল্প ব্যয়, অপেক্ষাকৃত সহজ ও দক্ষ প্রকল্প ব্যবহার করছে, যাতে দুই একর জায়গার মধ্যে পলি ও দূষিত পদার্থ আটকে রাখা হয়। ৪৫ লাখ ডলারের এই প্রকল্পে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) ও বিশ্ব পরিবেশ সুবিধা (জিইএফ) সহায়তা করছে।

বৃষ্টির পানি ধরে রাখা : কেনিয়ায় নারীর ক্ষমতায়ন

মাসাই মেয়েরা খরা মোকাবিলায় এক নতুন ধরনের উদ্যোগ নিয়েছে। এই নতুন উদ্যোগ পর্যাপ্ত পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যসম্মত পানি সরবরাহ অন্বেষণ ও সংগ্রহে ব্যয়িত সময় নাটকীয়ভাবে হ্রাসের সহায়ক। এই প্রকল্পে স্বল্প ব্যয়ে বিশেষ পাত্র ব্যবহার করে ও ক্ষুদ্র জলাধার বা 'মাটির গর্ত' খুঁড়ে বৃষ্টির পানি ধরে রাখা হয়। এর ফলে মেয়েদের পক্ষে পানির অন্বেষণে মাইলের পর মাইল ব্যর্থ হয়ে ঘুরার পরিবর্তে দোরগোড়া থেকে পানি সংগ্রহ সম্ভব হয়।

এই প্রকল্প সুইডেন সরকারের অর্থায়নে একটি ব্যাপক আন্তর্জাতিক উদ্যোগের অংশ এবং আর্থকেয়ার আফ্রিকা তা পরিচালনা করছে। এই সংস্থাই জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচির (ইউএনইপি) পক্ষে প্রকল্পটি গড়ে তুলেছে। নেপাল, ভারত ও ভুটান এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ টোঙ্গায় অনুরূপ প্রকল্পের কাজ চলছে।

কেনিয়ার তিনটি স্থানে ৫ লাখ ২০ হাজার লিটার সংগৃহীত পানি ধরে রাখার মতো ব্যবস্থা এ যাবৎ গড়ে তোলা হয়েছে। ক্ষুদে জলাধারের চারপাশের আর্দ্র মাটি ছোট্ট আকারে চাষাবাদের জন্য উপযুক্ত বলে ভবিষ্যতে প্রকল্পের বাড়তি সুবিধা হিসেবে সবজি বাগান করা হবে।

এই প্রকল্প ভূমিস্বত্বেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনছে, বা মাসাইর মতো যাবাবর চারক সম্প্রদায়ের জীবনধারা পাল্টে দিচ্ছে। প্রধানত মাসাই সম্প্রদায়ের লোকেরা কাজিয়াদো জেলায় বসবাস করে। তারা মূলত গবাদিপশুর চারণের জন্য ভূমি ব্যবহার করে। কিন্তু ভূমি এখন ব্যক্তি ও দলভিত্তিক মালিকানাধীন খণ্ডে বিভক্ত হচ্ছে। ভূমিস্বত্বে এসব পরিবর্তনের অর্থ হচ্ছে এই সম্প্রদায়কে এখন আরো বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে, যাতে নির্ভরযোগ্য পানি সরবরাহের জন্য চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মিঠা পানি : একটি মূল্যবান পণ্য

ধরাবক্ষে জীবনের জন্য মিঠাপানি এককভাবে অত্যন্ত মূল্যবান উপাদান। মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ, স্বাস্থ্য, খাদ্য উৎপাদন, জ্বালানি এবং আঞ্চলিক ও বিশ্ব ইকোব্যবস্থা রক্ষায় পানি অপরিহার্য। বিশ্বের উপরিভাগের শতকরা প্রায় ৭০ ভাগই পানিতে ঢাকা হলেও একটা খণ্ডিত অংশ–শতকরা মাত্র ২.৫ ভাগ মিঠাপানি এবং এর শতকরা ৭০ ভাগই হিমমুকুটে বরফ হয়ে জমে আছে। বাদবাকি পানি মৃত্তিকার আর্দ্রতা হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে। এর ফলে মানুষের ব্যবহারের জন্য বিশ্বের মিঠাপানি সম্পদের শতকরা একভাগেরও কম অবশিষ্ট থাকে।

ব্যবহারের বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে পৃথিবীর প্রতি তিনজনে দু'জন লোক ২০২৫ সাল নাগাদ মাঝারি বা তীব্র পানি ঘাটতিজনিত চাপের মধ্যে জীবন নির্বাহ করবে।

অংশ নিন : বিচক্ষণতার সঙ্গে পানি ব্যবহার করুন!

আন্তর্জাতিক মিঠাপানি বর্ষ মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ ও স্থিতিশীলভাবে পানির সদ্ব্যবহারে সচেতনতা বৃদ্ধি, সুচর্চা এগিয়ে নেয়া, জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা ও সম্পদের ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে বিশ্ব সম্প্রদায়ের জন্য একটা সুযোগ এনে দিয়েছে।

"বিশ্বের দরিদ্ররা যে সম্পদের ভিত্তির ওপর নির্ভরশীল সেই ভূমি ও পানি সম্পদের মান সমস্যার সমাধান না করলে তাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করা যাবে না। পানি ব্যবহারের উন্নয়ন স্থিতিশীল উন্নয়নের অপর সকল দিকের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।"

–নিতিন দেশাই
বিশ্ব স্থিতিশীল উন্নয়ন শীর্ষ সম্মেলনের মহাসচিব

পানির ব্যবহার

কিছু কথা

- পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। শিল্পোন্নত দেশের মানুষ প্রতিদিন গড়ে ৪ শ থেকে ৫শ লিটার পানি ব্যবহার করে। উন্নয়নশীল দেশের মানুষ বাড়ি থেকে পায়ে হেঁটে এক কিলোমিটার দূরত্বের মধ্য থেকে দিনে জনপ্রতি ২০ লিটার পানি পেলে তাদের মিঠাপানির সুযোগ রয়েছে বলে বিবেচনা করা হয়। অনেক এলাকার মানুষকে এর চেয়ে কম পানি নিয়ে জীবন কাটাতে হয়।
- উন্নত বিশ্বে টয়লেটে একবার ফ্লাশে যতটা পানি ব্যবহার করা হয়, উন্নয়নশীল বিশ্বে গড়ে একজন মানুষ সারা দিনের ধোয়ামোছা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, রান্নাবান্না ও পানে ততটা পানি ব্যবহার করে।
- কেনিয়ার নাইরোবিতে কিবেইরা বস্তিতে বসবাসরত লোকদের এক লিটর পানির জন্য গড়ে আমেরিকান নাগরিকদের চেয়ে পাঁচগুণ বেশি মূল্য পরিশোধন করতে হয়।

পানি সম্পদ শরিকানা

কিছু তথ্য

- ২৬১টি জলবিভাজিকা দুই বা ততোধিক দেশের রাজনৈতিক সীমান্ত অতিক্রম করেছে। এসব আন্তর্জাতিক অববাহিকায় পৃথিবীর শতকরা ৪৫.৩ ভাগ স্থলভূমি রয়েছে, যার সঙ্গে জড়িত রয়েছে বিশ্ব জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ ও বিশ্বের নদীপ্রবাহের শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ।
- আন্তর্জাতিক অববাহিকার মধ্যে সর্বমোট ১৪৫টি দেশের ভূখণ্ড রয়েছে। ২১টি দেশ পুরোপুরি আন্তর্জাতিক অববাহিকার মধ্যে অবস্থিত।
- উনিশটি নদী অববাহিকায় শরিক পাঁচ বা ততোধিক দেশ। একটি অববাহিকা–দানিউবের শরিক ১৭টি দেশ।
- সংঘাতের সম্ভাবনা থাকলেও গত ৫০ বছরে মাত্র ৩৭টি তীব্র বিরোধ হয়েছে, যাতে সহিংসতা ছিল। একই সময়ে আলোচনার মাধ্যমে ১৫৭টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। সচরাচর বিরোধ হয় উপজাতি, পানি ব্যবহারকারী খাত বা রাষ্ট্র/প্রদেশের মধ্যে। আধুনিককালে পানি সম্পদ নিয়ে কোনো যুদ্ধ হয় নি। বস্তুতপক্ষে, 'পানি নিয়ে যুদ্ধের' সত্যিকার ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত খুঁজতে হলে ৪ হাজার ৫ শ' বছর আগে ফিরে যেতে হবে, যখন দজলা-ফোরাত নিয়ে নগর রাষ্ট্র লাগাস ও উম্মার মধ্যে একটি বিরোধ হয়েছিল।

সুস্থ ভবিষ্যতের জন্য স্যানিটেশন

কিছু কথা

এইচআইভি/এইডসে যত লোক মারা যায় চীন, ভারত ও ইন্দোনেশিয়ায় উদরাময়ে মারা যায় তার দ্বিগুণ লোক।

- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সশস্ত্র সংঘাতে যত লোক মারা গেছে উদরাময়ে বিগত দশ বছরে তার চেয়ে বেশি শিশু প্রাণ হারিয়েছে।
- যে ক্রিমির কারণে শিসটোসোমিয়াসিস হয় তাতে বিশ্বের আক্রান্ত ২০ কোটি লোকের মধ্যে দু'কোটির পরিণতি হয় মারাত্মক। ৭৪টি দেশে এখনো এ ব্যাধি বিদ্যমান। সমীক্ষায় দেখা গেছে, উন্নততর পানি ও স্যানিটেশনের ব্যবস্থা করার ফলে কোন কোন এলাকায় এ রোগের প্রকোপ শতকরা ৭৭ ভাগ কমে গেছে।
- বিশ্বে ২০৫০ সালের মধ্যে অতিরিক্ত যে ৫শ কোটি মানুষ আসবে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা করতে হলে প্রতিদিন ৩ লাখ ৮৩ হাজার নতুন গ্রাহককে এ সুবিধা দিতে হবে।

যে কাজটি করা হয়েছে তা হলো, প্রতি টন চিনিতে মাত্র পাঁচ ঘনমিটার পানির ব্যবহার হ্রাস, আর এই হ্রাস হলো শতকরা ৯৫ ভাগ। এছাড়া, পানিতে যে দূষণ প্রবেশ করছিল তা শতকরা ২০ ভাগ হ্রাস করা হয়। এর ফল বেশ চমৎকার। বার্ষিক আখ মাড়াই মোসুমে ঐ কলে ৪ ৪ হাজার ৮শ টন আখ মাড়াই করে প্রতিদিন ৫শ টন চিনি উৎপাদন করা হয়। মাড়াই চলার ফাঁকে ফাঁকে পর্যায়ক্রমে কয়েকটি কারিগরি উন্নতি করা হয়, যার মধ্যে রয়েছে : বর্জ্য পানির প্রক্রিয়া থেকে ময়লা আলাদা করা; নর্দমায় তেল বা গ্রিজ ফেলা হ্রাস এবং পানি ধরে রেখে প্রক্রিয়াজাত করার জন্য শীতলকরণ পুকুর তৈরি করা।

পানি ও কৃষি : কিছু কথা

সকল প্রাপ্ত মিঠাপানির শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ ব্যবহৃত হয় কৃষি কাজে।

বিশ্বের কৃষকরা ভূগর্ভ থেকে পাম্পের সাহায্যে যে পানি উত্তোলন করে প্রাকৃতিকভাবে তার শূন্যতা সেই হারে পূরণ হয় না, শূন্যতা পূরণের চেয়ে অতিরিক্ত উত্তোলিত হয় বছরে কমপক্ষে ১৬ হাজার কোটি ঘনমিটার পানি।

- শস্য উৎপাদনে অপরিমেয় পানির প্রয়োজন হয় : এক থেকে তিন ঘন মিটার পানিতে মাত্র এককিলো চাল উৎপাদিত হয় এবং এক টন শস্য ফলাতে ১ হাজার টন পানি ব্যবহার করতে হয়।
- আয় বৃদ্ধির ফলে মানুষ বেশি পরিমাণে শূকর মাংস, হাঁস-মুরগির মাংস, গরুর মাংস ও ডিম খায়, যার জন্য পশুপাখির খাবারের প্রয়োজন হয় বেশি। এক কিলোগ্রাম শূকর মাংস উৎপাদনে চার কিলোগ্রাম শস্য এবং এককিলোগ্রাম মুরগি উৎপাদনে দু'কিলোগ্রাম শস্য প্রয়োজন। শস্যের প্রয়োজন বৃদ্ধির অর্থ হলো পানির প্রয়োজনও বৃদ্ধি পায়।

খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO)-র নিশ্চিত ধারণা যে, স্থানীয় অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিলে ও স্থানীয়ভাবে প্রস্তুত করা হলে এই প্রযুক্তি আফ্রিকার কৃষকদের সাহায্যে আসতে পারে। আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিলের সহযোগিতা ও বেসরকারি সংস্থা আন্তর্জাতিক উন্নয়ন উদ্যোগের সহায়তায় ১৯৯৬ সালে জাম্বিয়ার স্থানীয় নির্মাতাদের এই পাম্প তৈরি ও বিক্রির জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। সহসাই সমগ্র দেশে খুচরো বিক্রেতার একটি নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠে এবং ৭৫ থেকে ১২৫ ডলার মূল্যে ১ হাজারের বেশি পাম্প বিক্রি হয়। বুরকিনা কাসো, মালাবি, সেনেগাল ও সংযুক্ত তাঞ্জানিয়া প্রজাতন্ত্রে স্থানীয় নির্মাতাদের সঙ্গে অনুরূপ উদ্যোগ শুরু হয়েছে।

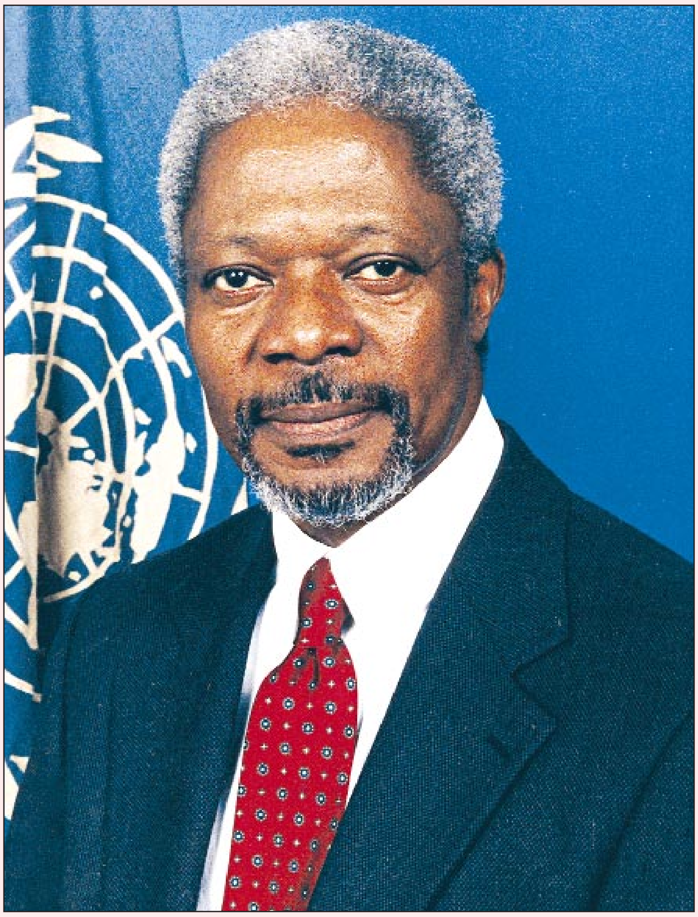

আন্তর্জাতিক মিঠা পানি বর্ষ (২০০৩) উপলক্ষে জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানের বাণী

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ঘোষিত আন্তর্জাতিক মিঠা পানির বছর গুরুত্বপূর্ণ একটি সময়ে পালিত হতে যাচ্ছে। ২০০০ সালে অনুষ্ঠিত সহস্রাব্দ সম্মেলনে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ ২০১৫ সাল নাগাদ নিরাপদ খাবার পানি হতে বঞ্চিত বা তা সংগ্রহে অপারগ এমন লোকের সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনার ক্ষেত্রে সম্মত হয়েছেন। এবং এই বছরের প্রারম্ভে জোহানেসবার্গে অনুষ্ঠিত টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক বিশ্ব সম্মেলনে একই ধরনের যে আরেকটি লক্ষ্য স্থির করা হয় তা হলো, ২০১৫ সাল নাগাদ মৌলিক স্যানিটেশন সেবা হতে বঞ্চিত লোকের অনুপাতও অর্ধেকে নামিয়ে আনা। এই লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থতার ফলশ্রুতিতে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে ভয়াবহ পরিণাম : মারাত্মক রোগ-ব্যাধিসমূহের প্রাদুর্ভাব ও বিস্তার, বিশ্বের পরিবেশের অধিকতর ক্ষতিসাধন এবং খাদ্য নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার প্রতি হুমকি। পানি সঙ্কট উন্নয়নশীল বিশ্বে সবচেয়ে তীব্র হলেও উন্নত দেশগুলোও এক্ষেত্রে ঝুঁকির সম্মুখীন।

বিশ্বকে পানি সম্পদের উন্নয়নকল্পে প্রয়াস চালাতে হবে। আমাদের প্রয়োজন আরো অনেক দক্ষ সেচব্যবস্থা, কৃষি ও শিল্পে আরো অনেক কম মাত্রায় বিষাক্ত পদার্থের ব্যবহার এবং পানি অবকাঠামো ও সেবাসমূহের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ। আমাদেরকে মহিলা ও বালিকাদের পানির সন্ধানে বহুদূর পায়ে হাঁটার নিত্যদিনের যন্ত্রণা হতে মুক্তি দিতে হবে–এতে যে সময় ও শ্রম ব্যয় হয়, তা তারা গ্রহণ এবং তাদের নিজেদের, তাদের পরিবার ও তাদের এলাকার মানুষদের জীবনমান উন্নতকরণে কাজে লাগাতে পারতেন। আন্তর্জাতিক শিক্ষা সুপেয় পানির বছরে সচেতনতা সৃষ্টি, নতুন নতুন ধারণা ও কৌশল উদ্ভাবন এবং অংশগ্রহণমূলক ও অংশীদারভিত্তিক কর্মকাণ্ড ও শান্তিপূর্ণ সংলাপের মাধ্যমে বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে এই লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। আসুন আমরা আমাদের প্রচেষ্টা নিয়োজিত করি; আসুন আমাদের জ্ঞান ও প্রযুক্তি কাজে লাগাই এবং বিশ্বের মূল্যবান সুপেয় পানি সম্পদ রক্ষা, তথা আমাদের বেঁচে থাকার অবলম্বন এবং শতকের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে আমাদের সাধ্যমতো প্রয়াস চালাই।

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা কর্তৃক ইউএন হাউজ, আইডিবি ভবন, বেগম রোকেয়া সরণী, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক সংবাদ বুলেটিন : নির্বাহী সম্পাদক : কাজী আলী রেজা, ফোন : ৮১১ ৮৬ ০০

A Monthly News Bulletin Published by the United Nations Infromation Centre, Dhaka, Bangladesh Executive Editor : Kazi Ali Reza, Phone 811 86 00 e-mail : info.unic@undp.org